গাজীপুরে মাল্টিফ্যাবস গার্মেন্টসে বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনা পরবর্তি প্রতিবেদন

গত ৩ জুলাই'১৭ সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৭ টায় গাজীপুর জেলার কাশিমপুরের নয়াপাড়া এলাকার মাল্টিফ্যাবস পোশাক কারখানায় ভয়াবহ বয়লার বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৩ জন শ্রমিক নিহত এবং ৪৭ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে পথচারী এবং অন্য গার্মেন্টসের শ্রমিকরাও রয়েছে। ঘটনার পর থেকে ৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও উদ্ধারকর্মীরা বিধ্বস্ত কারখানার হতাহতদের খোঁজে ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ করছিলেন। কারখানার ধ্বংসস্তূপ থেকে সকল নিখোজ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার শেষে মঙ্গলবার রাত ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধারকাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

ঘটনার বিবরণঃ

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কাশিমপুর নয়াপাড়া এলাকাস্থিত মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড নামের পোশাক কারখানাটি ৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার খোলার কথা ছিল। তবে ৩ জুলাই'১৭ সোমবার ডায়িং ইউনিটের বয়লার সেকশনটি চালু করা হয়। কারখানার চারতলা ভবনের নিচতলার ডায়িং ও ফিনিশিং সেকশনে এবং দ্বিতীয়তলার নিটিং সেশনে ৮০-৯০ জন শ্রমিক কাজ করছিল। এ ভবনসংলগ্ন একটি টিনশেডে ৭ টন ও ১০ টনের দুটি বয়লার ছিল। ঘটনার দিন সকালে এ বয়লার দুটি চালু করা হয়। সন্ধ্যা সোয়া ৭ টার দিকে ৭ টনের বয়লারটি হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতে কারখানার একটি চারতলা ভবনের নিচতলা ও দ্বিতীয়তলার দুই পাশের দেয়াল, দরজা-জানালা ও মেশিনপত্র উড়ে যায় এবং দুমড়ে-মুচড়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও ভেঙ্গে পড়া কাঠামোর নিচে চাপা পড়ে এবং বিস্ফোরিত বয়লারের টুকরোর আঘাতে অনেকে হতাহত হয়।

বিস্ফোরেণের ফলে এমা গার্মেন্টস, ইসলাম গ্রুপের ইউনিট-২, তাসনিয়া ও মৌরিশাস গার্মেন্টসসহ আশপাশের কারখানার ভবনগুলো কেঁপে ওঠে এবং জানালার কাচ ভেঙ্গে যায়। বিস্ফোরিত বয়লার টুকরো টুকরো হয়ে অন্তত ৫০০ গজ দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। এক শ্রমিকের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ২০০ গজ দূরে এক ভবনের চালের ওপর পড়ে। এছাড়াও নিহত আরও কয়েক শ্রমিকের ছিন্নভিন্ন দেহ ঘটনাস্থলে পড়ে থাকে। ঘটনার পরপরই ওই এলাকায় বিদ্যুত ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়রা এগিয়ে এসে হতাহতদের উদ্ধার করে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কোনাবাড়ি, কাশিমপুর, সাভার ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পাঠাতে থাকে। খবর পেয়ে জয়দেবপুর, কালিয়াকৈর, টঙ্গী ও সাভার ইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করে। হতাহতদের সন্ধানে ঘটনার পর থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

ঘটনাস্থলে সরজমিনে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, ডায়িং ইউনিট ও চারতলা বয়লার ভবন পুরোটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ভবনের পিলার, বিম, দেয়াল, লোহার পাইপ, দরজা-জানালা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ধ্বংসস্তূপ অপসারণ ও নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি করছে। বিধ্বস্ত ডায়িং ইউনিটের পাশেই কারখানার গার্মেন্ট ভবন। বিস্ফোরণে আটতলা গার্মেন্ট ভবনের সব দরজা-জানালার কাচ উড়ে গেছে। একই অবস্থা পাশের আরেকটি গার্মেন্টের।

হতাহতের বিবরণঃ

ঘটনার রাতে কারখানার ভেতরের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয় ৬ জনের লাশ এবং আহতদের মধ্যে ৩১ জনকে স্থানীয় শরীফ মেডিকেলে ও ১৬ জনকে কোনাবাড়ী ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। পরে আহতদের মধ্যে আরও তিনজন মারা যায়। ঘটনার পরদিন ৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার সকালে ধ্বংসস্তূপ থেকে ক্ষতবিক্ষত আরও একজনের বিকৃত লাশ এবং বিকেলে আরও ৩ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহতদের সবার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট ১৩ জন শ্রমিক নিহত এবং ৪৭ জন আহত হয়। ঘটনায় আহতদের মধ্যে গুরুতর আহত রোকন (২৫) ও কামরুল ইসলাম (৩২) নামে দুইজন ঢাকা মেডিক্যাল

কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকিরা গাজীপুরের কোনাবাড়ির একটি ক্লিনিক, শরীফ মেডিকেলে ও তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

মৃতের তালিকা

ক্রমিক	নিহত ব্যাক্তির নাম ও বয়স	পদবি	উদ্ধারের তারিখ / মৃত্যুর স্থান	পিতা/মাতার নাম	ঠিকানা
১.	আব্দুস সালাম (৪৮)	বয়লার ইনচাজ	৩ জুলাই'১৭ সোমবার	মোকছেদ আহমেদ	গ্রাম: বামনসুন্দর থানা: মীরসরাই জেলা: চট্টগ্রাম
২.	মুনসুরুল হক (৪১)	বয়লার অপারেটর	৩ জুলাই'১৭ সোমবার	লুৎফুল হক	এলাকাঃ জোড়ালগঞ্জ গ্রাম: কাটাছড়া বঙ্গনুর থানা: মীরসরাই জেলা: চট্টগ্রাম
৩.	এরশাদুল হক (৩৭)	বয়লার অপারেটর	৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার	মাহমুদুল হক	গ্রাম: মাসিমপুর ফেনী সদর উপজেলা
৪.	মজিবুর রহমান (৩৭)	সহকারী প্রকৌশলী	৩ জুলাই'১৭ সোমবার	সাগর আলী মীর	গ্রাম: কুন্তা থানা: নাসিরনগর জেলা: ব্রাক্ষণবাড়িয়া
৫.	আমিরুজ্জামান আমির (২৭)	উপসহকারী প্রকৌশলী	৩ জুলাই'১৭ সোমবার	আজিজুল হক	এলাকাঃ স্কুলপাড়া গ্রাম: চরকরামপুর থানা: চরকরামপুর জেলা: নওগাঁ
৬.	আল আমিন (৩০)	ফায়ারম্যান	৩ জুলাই'১৭ সোমবার	আইয়ুব আলী সরদার	গ্রাম: গোবরা থানা: হরিশপুর জেলা: মাগুরা
৭.	বিপ্লব চন্দ্র শীল (৩৮)	শ্রমিক	৩ জুলাই'১৭ সোমবার	মনিন্দ্র নাথ শীল	গ্রাম: বরাট বাজার থানা: গোয়ালন্দ জেলা: রাজবাড়ী
৮.	আরশাদ হোসেন চৌধুরী (৩৬)	শ্রমিক	৩ জুলাই'১৭ সোমবার	নুরুল মোস্তফা চৌধুরী	এলাকাঃ মাতবরহাট গ্রাম: ইছাখালী থানা: মোড়লগঞ্জ জেলা: চট্টগ্রাম
৯.	গিয়াস উদ্দিন (৩০)	শ্রমিক	৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার	বাচ্চু ছৈয়াল	গ্রাম: মদনা থানা: চাঁদপুর সদর জেলা: চাঁদপুর
১০.	সোলেমান মিয়া (৩০)	শ্রমিক	৩ জুলাই'১৭ সোমবার/ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	লিয়াকত আলী	গ্রাম: মরিয়া থানা: পলাশবাড়ী জেলা: গাইবান্ধা
১১.	মাহবুবুর রহমান (২৩)	শ্রমিক	৩ জুলাই'১৭ সোমবার	শাহার আলী	গ্রাম: নামাজখালী থানা: সোনাতলা জেলা: বগুড়া
১২.	মাসুদ রানা (৩০)	শ্রমিক	৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার	আবুল কাশেম ফরাজী	গ্রাম: ইন্দ্রকুল থানা: বাউফল জেলা: পটুয়াখালী
১৩.	মো: নজরুল ইসলাম	শ্রমিক	৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার	আবদুল ওয়াহেদ	গ্রাম: হেলেঞ্চা থানা: সাঘাটা জেলা: গাইবান্ধা

ফায়ার সার্ভিসের বক্তব্যঃ

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ওই কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ হওয়ার খবর পান। খবর পাওয়ার পরপরই স্থানীয়দের সহায়তায় আহত ও নিহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাত ৮টার দিকে জয়দেবপুর, কালিয়াকৈর ও টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ১১ টি ইউনিট উদ্ধার কাজ শুরু করে।

জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের ইন্সপেক্টর মোঃ শাহিন মিয়া জানান, বৃষ্টির কারণে উদ্ধার কাজে বিঘ্ন হয়। এ কারণে ২ জুলাই সোমবার রাত ১টার পর উদ্ধার কাজ স্থগিত রাখা হয়। ৪ জুলাই মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাস্থলে গাজীপুর ও কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট উদ্ধারকাজ শুরু করে। সকাল সোয়া ৮টার দিকে ভবনের ধসে যাওয়া অংশের নিচ থেকে আরশাদের এবং বিকেল ৫টার দিকে মাসুদ রানার লাশ দেয়ালের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়। নিখোজ সব শ্রমিকের লাশ পাওয়ায় রাত ১০ টার দিকে উদ্ধার কাজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ভবনের ধসে যাওয়া বাকি অংশের ব্যবস্থাপনা কারখানা কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে করবে।

পুলিশের বক্তব্যঃ

৪ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন গাজীপুরের এসপি হারুন-অর-রশিদ। তিনি জানান, হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের কেউ অভিযোগ করলে মামলা নেওয়া হবে। কেউ অভিযোগ না করলেও পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করবে। তদন্তে যাদের গাফিলতি পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পরিদর্শক আবদুল খালেক জানান, উদ্ধার তৎপরতার সুবিধার্থে ও শোক জানাতে ওই এলাকার মোল্লা গ্রুপের মনটেক্স, কটন ক্লাব বিডি লিঃ, কটন ক্লাউড বিডি লিঃ, আলিম নিট বিডি লিঃ, মাস্কো গ্রুপের তাসনিয়া ফেব্রিক্স-সহ প্রায় ১০ টি কারখানা মঙ্গলবারের জন্য ছুটি ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ ও হতাহতের ঘটনায় গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পরিদর্শক আব্দুল খালেক জানান, মঙ্গলবার সকালে ওই কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিস টানিয়ে দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসনের বক্তব্যঃ

গাজীপুরের জেলা প্রশাসক দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির জানান, নিহত ১৩ জনের পরিচয় জানা গেছে। রাতে স্বজনদের কাছে দাফনের জন্য ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তাসহ লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে আহতদের চিকিৎসার খরচ দেওয়া হচ্ছে।

জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাহেনুল ইসলাম বলেন, ঘটনার দিন যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। বয়লার বিস্ফোরণের প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন এবং কারিগরি দিক দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে গাজীপুরের ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. কামরুজ্জামানকে আনা হয়েছে। মোট সাতটি বিষয় সামনে নিয়ে তাঁরা তদন্ত করছেন।

গাজীপুরে বিস্ফোরিত বয়লারটি ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ

৪ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে বয়লার পরিদর্শক কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে গাজীপুর জেলা প্রশাসনের গঠন করা আট সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রধান গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রাহেনুল ইসলাম মাল্টিফ্যাবস কারখানায় বিস্ফোরিত বয়লারটি মেয়াদ উত্তীর্ণ ছিল। বয়লারটি নবায়নের শেষ দিন ছিল গত ২৪ জুন। তারপর বয়লারটির লাইসেন্স নবায়ন করা হয়নি। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে জানানো হয়, কারখানা কর্তৃপক্ষ আবেদন না করায় তাঁরা আর বয়লারটি পরীক্ষা করেননি। বয়লারের বাল্ব খুঁজে পেলে পরীক্ষা করে জানা যাবে সেটি কী পরিমাণ ওভার প্রেসারে চালানো হচ্ছিল।

নিহতের স্বজনদের বক্তব্যঃ

নিহত স্বামীর লাশের অপেক্ষায় স্ত্রী

গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে আরসাদ চৌধুরীর লাশ গ্রহণ করেন তাঁর বড় ভাই ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন চৌধুরী। এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে এ দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। গত মে মাসে আসাদ ঢাকায় তাঁর বাসায় বেড়াতে গিয়ে বলেছিল, কারখানার দুটি বয়লারের একটি ত্রুটিপূর্ণ। তার ওপর কিছুদিন ধরে কারখানায় অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে। ঝুঁকির মধ্যে তারা কাজ করছে। ঈদে তাকে ছুটিও দেওয়া হয়নি। আশপাশের কোনো কারখানা ওই দিন খোলা ছিল না। তার পরও দুপুর ২টার দিকে তাকে কাজ করতে কারখানায় ডেকে নেওয়া হয়। ডেকে না নিলে তাঁর ভাই আজ লাশ হতো না।

আরসাদ চৌধুরীর ভাতিজা আলী আহসান চৌধুরী পাশা কালের কণ্ঠকে জানান, ঘটনার ২০ মিনিট পরই টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা খবর পাই। পরে আমাদের পরিবারের লোকজন গাজীপুর যায়। বিস্ফোরণে লাশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। পরে আসাদ চাচার পরনের শার্টের কলার দেখে চাচি লাশ শনাক্ত করেন।

কারখানার শ্রমিকদের বক্তব্যঃ

দূর্ঘটনার খবর পেয়েই কারখানার আসেপাশে কারখানার অন্যান্য শ্রমিকরা ভিড় করতে থাকেন। এসময় তাদের অনেকে উদ্ধারকার্যে অংশ নেন। দূর্ঘটনার পরদিন ৪ জুলাই মঙ্গলবারও কারখানার সামনের রাস্তায় ভীড় করেন শ্রমিকরা। উদ্ধারকার্যের সুবিধার্থে এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদের কারখানার সামনে ভিড়তে বাঁধা দিচ্ছিল পুলিশ। এসময় কারখানার শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আজ তাদের কাজে আসার কথা ছিল। অনেক শ্রমিক কাজে যোগ দিতে এসেই দেখছেন কারখানার স্থানে ধংসস্তুপ। তারা জানান ঈদের আগে তাদের কারও কারও বেতন বোনাস সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়নি। কারখানায় আবার কবে কাজ শুরু হবে আর তারাই বা কবে কাজে ফিরতে পারবেন, আর এত দিন কিভাবে তারা চলবেন এসব বিষয় বার বার উঠে আসছিল তাদের কথায়। এসময় তারা উৎপাদন কাজ শুরুর আগ পর্যন্ত তাদের পূনর্বাসন ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের দাবী করেন।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের বক্তব্যঃ

ইন্ডাস্ট্রিঅল, ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার রাইটস ফোরাম, ওয়ার্কার রাইটস কনসোর্টিয়াম, ম্যাকুলা সলিডারিটি নেটওয়ার্ক গত মঙ্গলবার বিবৃতি দিয়ে বলেছে, পোশাকশিল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিতে অ্যাকর্ডকে বয়লার পরিদর্শন নিজেদের আওতায় নেওয়া প্রয়োজন।

ইন্ডাস্ট্রিঅল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে এখনো অনেক কিছু করতে হবে। মালটিফ্যাবসে বয়লার দুর্ঘটনায় সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই অ্যাকর্ডকে তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব বয়লার পরিদর্শনকে তাদের আওতাভুক্ত করতে হবে।

অন্যদিকে ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন বিবৃতি দিয়ে বলেছে, মালটিফ্যাবসের বিস্ফোরণ দেখিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে বয়লার রক্ষণাবেক্ষণ দুর্বল ও পরিদর্শনহীন অবস্থায় থাকে। অ্যাকর্ডের পরিদর্শন তালিকায় বর্তমানে বয়লার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বয়লারের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করলে কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। তাই অ্যাকর্ডের পরিদর্শনের আওতায় বয়লার যুক্ত করতে অ্যাকর্ড স্টিয়ারিং কমিটিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৫ জুলাই বুধবার রাতে এক বিবৃতিতে ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ কারখানার বয়লার পরিদর্শন নিজেদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি মূল্যায়ন করবে বলে জানায়।

বিবৃতিতে অ্যাকর্ড বলে, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে তারা মালটিফ্যাবসের অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবনের কাঠামোগত বিষয়ে প্রাথমিক পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের পর অ্যাকর্ডের প্রকৌশলীরা কারখানার বয়লার কক্ষটিকে ফায়ার সেপারেশন বা সুরক্ষিত করার সুপারিশ করে, যাতে এখানে আগুন লাগলে তা অন্য কোথাও ছড়িয়ে না পড়ে। গত বছরের ২৬ অক্টোবর ফলোআপ পরিদর্শনে তাঁরা দেখেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করেছে। তবে বয়লার বিস্ফোরণ রোধে কেবল ফায়ার সেপারেশন কার্যকর নয়। তাই এ ঘটনার আলোকে বয়লার পরিদর্শনকে তাদের কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না তা অ্যাকর্ড মূল্যায়ন করে দেখবে।

কারখানা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

দূর্ঘটনার পর কারখানার চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুকী ৩ জুলাই রাতেই ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি বলেন, কি কারণে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে তা এ মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে কোন অবহেলা বা গাফিলতি নেই।

কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, ৪ জুলাই কারখানা পুরোপুরি চালু হওয়ার কথা থাকলেও ডাইংসহ কয়েকটি বিভাগ ১ জুলাই চালু করা হয়। ডাইংয়ে কাজ করছিলেন ১৩২ জন এবং বয়লারসহ অন্য সব শাখায় কাজ করছিলেন ৫১৩ জন শ্রমিক। ঘটনার দিন বয়লার অপারেটররা বয়লারটি মেইনটেন্যান্সের কাজ করছিলেন। পাশাপাশি ডাইং সেকশনেও শ্রমিকেরা কাজ করছিলেন। কারখানা খোলার আগেই শ্রমিকদের বয়লার চালু করার বিষয়ে কারখানার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. আবু শিহাব বলেন, 'কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কারখানায় প্রবেশ করাও সম্ভব নয়। তাঁরা অনুমতি নিয়েই বয়লারটি সার্ভিসিং করছিলেন।'

গত ৮ জুলাই'১৭ শনিবার বিজেএমইএ কার্যালয়ে কারখানার চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুকী জানান, বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় কারখানাটির ৩০-৪০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে। আগামী ১০-১২ দিনের মধ্যে কারখানার সুইং বা সেলাই সেকশন চালু করা যাবে, তবে ডাইং সেকশন চালু করতে সময় লাগবে।

এসময় মালটিফ্যাবসের চেয়ারম্যান দাবি করেন, ‘বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় কর্তৃপক্ষের কোনো দায় নেই। বয়লার অপারেটরদের অসাবধানতায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বয়লারে সমস্যা দেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁরা সেটি বন্ধ করে দিতেন, তাহলে দুর্ঘটনা ঘটত না।’ তিনি আরও বলেন, বিস্ফোরিত বয়লারটির ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হলেও সেটি কোনোভাবেই মেয়াদোত্তীর্ণ নয়।

মহিউদ্দিন ফারুকী আরও দাবি করেন, 'বিস্ফোরিত বয়লারটি পোশাকের ফিনিশিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হতো। সোমবার সেটি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে গিয়েই বিস্ফোরণ ঘটে। রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন কারখানার কর্মকর্তারা। এ জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ দায় নেবে না।'

তদন্ত কমিটি গঠনঃ

বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় গাজীপুর জেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরও বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে।

বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রাহেনুল ইসলামকে প্রধান করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৮ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে জেলা পুলিশ ও শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক, বয়লার পরিদর্শক, কারখানা পরিদফতর, বিজিএমইএ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে সদস্য করা হয়েছে।

এ কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপট করতে পারবেন। গঠিত কমিটিকে বয়লার বিস্ফোরণে সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ, দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুপারিশমালা উল্লেখপূর্বক আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে গাজীপুর জেলা প্রশাসক বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকেও ঘটনা তদন্তের জন্য ফায়ার ও সিভিল ডিফেন্সের (ঢাকা) সহকারী পরিচালক দীলিপ কুমার ঘোষকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণঃ

৪ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মজিবুল হক চুন্নু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি এ ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে বীমার খাত থেকে ২ লাখ এবং শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান বাবদ ৩ লাখ সহ মোট ৫ লাখ টাকা করে দেয়ার ঘোষণা দেন।একই সময় কারখানার চেয়ারম্যান ফারুকী জানান, এ ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে কারখানার পক্ষ থেকে ৩ লাখ টাকা করে দেয়া হবে এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও হতাহতদের পরিবারের কোন সদস্য কারখানায় চাকরি করতে চাইলে তাদের চাকরি দেয়া হবে।

গত ৮ জুলাই'১৭ শনিবার বিজেএমইএ কার্যালয়ে কারখানাটির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন ফারুকী বলেন, আমাদের ডেনমার্কের একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ২৬ হাজার মার্কিন ডলার দিয়েছে। সেটি দিয়ে নিহত প্রত্যেক পরিবারকে ২ লাখ টাকা দেওয়া হবে।

প্রতিশ্রুত প্রদান খাত	পরিমাণ
বীমা	২ লাখ
শ্রম মন্ত্রণালয়ের অনুদান	৩ লাখ
কারখানা কর্তৃপক্ষ	৩ লাখ
ডেনমার্কের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান	২ লাখ
মোট	**১০ লাখ**

নিহত তিন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলাঃ

জয়দেবপুর থানার অধীন চক্রবর্তী পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবদুর রশীদ বাদী হয়ে ৪ জুলাই মঙ্গলবার রাতে বয়লার বিস্ফোরণে নিহত বয়লার অপারেটর চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের আবদুস সালাম (৪৮), মুনসুরুল হক (৪১) এবং ফেনী সদর থানার মো. এরশাদ হোসেন (৩৭) সহ অজ্ঞাত আরও ৮-১০ জনকে আসামি করে জয়দেবপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ থাকলেও আসামির তালিকায় তাঁদের নাম নেই। বাদী এএসআই আবদুর রশীদ জানান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবেই মামলাটি করা হয়েছে।

জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম জানান, নিহত ওই তিনজন বয়লারটি অপারেট করছিলেন, তাঁদের কারণে বয়লারটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। তাই মামলায় তাঁদের আসামি করা হয়েছে। পরবর্তী তদন্তে নিহত ব্যক্তিদের অভিযোগপত্র থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ থাকলেও মামলায় তাঁদের কারও নাম না থাকার ব্যাপারে ওসি বলেন, ঘটনার সময় মালিক বা কর্তৃপক্ষের কেউ সেখানে ছিল না। তবে তদন্তে তাদের কোনো গাফিলতি পাওয়া গেলে তাদেরও মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, কারখানা কর্তৃপক্ষ গত ২৫ জুন থেকে ঈদ উপলক্ষে ৯ দিনের ছুটি দেয়। ৪ জুলাই কারখানা খোলার দিন ছিল। অপরদিকে বেশ কয়েক দিন আগে মালটিফ্যাবস নিট কম্পোজিটের ডাইং বয়লারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ বয়লারটি নবায়নের জন্য প্রকৌশলী দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বয়লার অধিদপ্তর বরাবর লিখিত আবেদন করে। ইতিমধ্যে কারখানার ডাইং শাখার অধিকাংশ শ্রমিক-কর্মচারী কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু বয়লার অধিদপ্তরের প্রকৌশলী দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আগেই ডাইং সেকশনে কর্মরত বয়লার অপারেটর আ. সালাম, এরশাদ হোসেন, মনসুরুল হক ৩ জুলাই সন্ধ্যায় বয়লার ঠিক আছে কি না, তা দেখতে কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে বা অনুমতি না নিয়ে বয়লারটি চালু করেন। এর কারণে সন্ধ্যার দিকে বয়লারটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। ৩০২/৩০৭/৩২৬/৩৩৬/৩৩৮ ও ৪২৭ ধারায় মামলাটি করা হয়েছে।

মালিকের বিরুদ্ধে রিটঃ

মাল্টি ফ্যাবস লিমিটেডে বয়লার বিস্ফোরণের ১৩ জন নিহতের ঘটনায় মালিকের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলার করার নির্দেশনা চেয়ে রিট দায়ের করা হয়েছে। ৯ জুলাই'১৭ রোববার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট দায়ের করেন বেসরকারি সংগঠন জাস্টিস ওয়াচ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মাহফুজুর রহমান মিলন।

রিটে স্বরাষ্ট্র সচিব, আইন সচিব, শ্রম সচিব, শিল্প সচিব, বিজিএমইএর সভাপতি ও প্রধান বয়লার পরিদর্শকসহ ১৭ জনকে বিবাদী করা হয়েছে। রিটে সঙ্গে সঙ্গে নিহতদের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রদানের নির্দেশনাসহ বয়লার আইনের বিধিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। ১০ জুলাই'১৭ সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি জুবায়ের রহমান ও বিচারপতি মো. ইকবাল কবিরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে এই আবেদনের উপর শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন রিটকারীর আইনজীবী।

এর আগে গত ৫ জুলাই ওই কারখানার মালিক, মহাব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মামলা করে গ্রেফতার চেয়ে লিগ্যাল নোটিশ দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমান।

কারখানা কর্তৃপক্ষকে জরিমানাঃ

ছাড়পত্র ছাড়া বয়লার চালানোর দায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষকে ৩ জুলাই মঙ্গলবার ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়। বয়লার আইনের ২৩ ও ২৪ ধারা অনুযায়ী মালটিফ্যাবসকে জরিমানা করা হয়। এতে কারখানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, অনুমোদনের চেয়ে বেশি চাপে ও ছাড়পত্র ছাড়া বয়লার চালিয়েছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। গত ২৪ জুন কারখানার বিস্ফোরিত বয়লারটির ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হয়। তারপরও ১ জুলাই শনিবার থেকে সেটি চালিয়ে আসছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

২৩। **অবৈধভাবে বয়লার ব্যবহারের শাস্তি।**- এই আইনের অধীন যেক্ষেত্রে বয়লার ব্যবহারের জন্য সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশের প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে যদি বয়লারের কোন মালিক কোন সনদপত্র বা আদেশ ব্যতীত অথবা অনুমোদিত চাপমাত্রার বেশি চাপে বয়লার ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাকে অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে এবং যদি ঐ ক্ষেত্রে এই ধরণের অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের পর অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য দুই হাজার টাকা হারে জরিমানা করা যাইবে।

২৪। **অন্যান্য জরিমানা ।** - যদি কোন ব্যক্তি -

(ক) (বিলুপ্ত)

(খ) বয়লারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও,এই আইনের অধীনে বয়লারের জন্য অনুমোদিত নিবন্ধন নম্বর ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৬) মাতাবেক বয়লারের গায়ে অঙ্কিত করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(গ) ধারা ১২ মোতাবেক প্রধান বয়লার পরিদর্শকের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে বয়লারের কোন কাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন করেন বা ধারা ১৩ মোতাবেক প্রধান পরিদর্শককে পূর্বে অবহিত না করিয়া বাষ্প নলে অনুরূপ কোন কাজ করেন; অথবা

(ঘ) ধারা ১৮ মোতাবেক বয়লার অথবা বাষ্প নলের কোন দুর্ঘটনার রিপোর্ট করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(ঙ) বয়লরের সেফটি ভালবে টেম্পারের মাধ্যমে এমন অবস্থা করেন যে কারণে এই আইনের অধীনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ চাপ মাত্রায় ব্যবহার সম্ভব না হয়; অথবা

(চ) ২২.৭৫ লিটারের অধিক ধারন ক্ষমতার কোন বদ্ধ ভেসেলে চাপযুক্ত অবস্থায় অবৈধভাবে বাষ্প তৈরী করেন; তাহা হইলে তাহাকে অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে ।

বয়লার আইনের ২৩ ও ২৪ ধারা

তদন্ত প্রতিবেদনঃ

গত ১২ জুলাই বুধবার বিকেলে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঠিত আট সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদন জমাদানের পরদিন ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর তার কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এ সময় তদন্ত কমিটির কোন সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

তদন্ত কমিটি ২৮ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করে যার সঙ্গে ৯১ পৃষ্ঠার সংযুক্তি দেয়া হয়। এছাড়া তদন্তের সময় বয়লার বিশেষজ্ঞের মতামত এবং ২৯ জনের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর জানান, ওই কারখানায় ৫ টন ও ১০ টনের ২টি বয়লার ছিল। এর মধ্যে ৫ টনের বয়লারটি বিস্ফোরিত হয় এবং ১০ টনের বয়লারটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে কারখানার ক্ষতির পরিমাণ ৩৫ কোটি ৬২ লাখ টাকা উল্লেখ করা হয়।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বয়লারের প্রেসার গেজটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, ডেলিভারি লাইন বন্ধ থাকায়, লিভারটিতে স্লট কাটা না থাকায় বয়লারের কম্পনে ডেড ওয়েট উচ্চচাপের দিকে সরে গিয়ে ওভার প্রেসার সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল। অপারেটর কর্তৃক প্রেসার রিলিজ করতে ব্যর্থ হওয়া এবং বয়লার মেইনটেন্যান্স কর্তৃপক্ষ ও বয়লার অপারেটরদের উপযুক্ত তদারকির অভাবে বয়লারটি বিস্ফোরিত হয়েছে বলে তদন্ত কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়, বিস্ফোরিত বয়লারটি ১৯৯৬ সালে জার্মানীর অমনিকা কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত। ১৯৯৮ সালে ইউরোপ এশিয়াটিক কোম্পানী কর্তৃক স্থাপন করা হয়েছিল। যার রেটিং ছিল ৯৬৮ বর্গফুট। বয়লারটি প্রথম ২০০৩ সালের ১০ জুন বয়লার পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয় এবং রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। সর্বশেষ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ২০১৬ সালের ৩১ আগস্ট ১০ বারে ২০১৭ সালের ২৪ জুন পর্যন্ত চালানোর অনুমতি প্রদান করে। ১৯ জুন তারিখে এটির নবায়নের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। বিস্ফোরণের দিন বয়লারটির রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তির্ণ হলেও বয়লারের আয়ুষ্কাল উত্তির্ণ হয়েছে এমনি বলা যাচ্ছে না।

তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কমিটি বয়লার বিস্ফোরণের সাতটি কারণকে চিহ্নিত করেন। তার মধ্যে পাঁচটি যান্ত্রিক ত্রুটি ও দুইটি প্রশাসনিক ত্রুটি। এছাড়া কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ২০টি সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

ক্রমিক	যান্ত্রিক ত্রুটি	প্রশাসনিক ত্রুটি
১	সেফটি বাল্বের যান্ত্রিক ত্রুটি	প্রশাসনিক অবকাঠামোগত ত্রুটি
২	ফিজিক্যাল ফ্লাগে ত্রুটি	ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি
৩	মেটালিক ক্ষয়	
৪	পেশার গেজে ত্রুটি	
৫	বৈদ্যুতিক সিগন্যালে ত্রুটি	

ক্রমিক	সুপারিশসমূহ
১	স্টীম কনজামশন ক্যাপাসিটি অনুযায়ী দেড়গুন স্টীম প্রোডাকশন ক্ষমতা সম্পন্ন বয়লার ক্রয় করা
২	ডেড ওয়েট সিস্টেম বয়লার সেফটি ভাল্ব প্রতিস্থাপন করে স্প্রিং লোডেড আধুনিক সেফটি ভাল্ব স্থাপন করা
৩	চার ঘন্টা অগ্নিপ্রতিরোধক ইট দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করা
৪	দুই ঘন্টা অগ্নিপ্রতিরোধক দরজা স্থাপন করা
৫	বয়লার রুম ম্যানুয়াল অনুয়ায়ী নির্মাণ করা
৬	অনুমোদিত প্রেসারে বয়লারের সেফটি ভাল্বের সেটিং প্রেসার নিশ্চিত করা
৭	বয়লার ওভার হেড'র উপরে ছয় ফুট ফাঁকা রেখে আরসিসি ছাদ নির্মাণ করা
৮	সাত দিনে একবার সেফটি ভাল্ব-এর প্রেসার চেকআপ করা
৯	সাত দিনে একবার সেফটি ভাল্বের সেফটি ভাল্ব ব্লো-আপ চেক করা
১০	ব্লো-ডাউন-ভাল্ব মাসে একবার চেক করা
১১	প্রতিবছর একবার হাইড্রোস্টাটিক ও হ্যামার টেস্ট করা
১২	স্বল্প শিক্ষিত/ অশিক্ষিত বয়লার অপারেটরদের ন্যূনতম দুইমাসের একটি নিবিড় থিউরি এবং প্রাকটিকেল প্রশিক্ষণের আয়োজন করা
১৩	কারখানায় নূন্যতম একজন বিএসসি প্রকৌশলী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা
১৪	বয়লার বন্ধ ও চালু করার সময় প্রকৌশলীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা
১৫	বয়লার বন্ধ ও চালু করার সময় প্রকৌশলীর লিখিত প্রত্যয়ন বাধ্যতামূলক করা
১৬	বয়লার, জেনারেটর, টারবাইন, কেমিক্যাল গোডাউনসহ ঝুঁকিপূর্ণস্থানের নিরাপত্তা তদারকি মালিক নিজে বা তার নিজস্ব তত্বধানে সম্পন্ন করা
১৭	বয়লার ও টারবাইন তদারকির জন্য ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা
১৮	বিদ্যমান বয়লার আইন, ১৯২৩ যুগোপযোগী করে সংশোধন এবং শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা
১৯	বিদ্যমান বয়লার অপারেটর নিয়োগ আইন (বয়লার এটেনডেন্ট রুলস ১৯৫৩) সংশোধন করা
২০	বয়লার অপারেটরদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিপ্লোমা লেভেল করা

ক্ষতিপূরণ প্রদানঃ

গত ১৮ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার বয়লার বিস্ফোরণে নিহত ১৩ জন শ্রমিকের পরিবারকে কারখানার পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। মঙ্গলবার বিকেলে গাজীপুর জেলা প্রশাসকের ভাওয়াল সম্মেলন কক্ষে মাল্টি ফ্যাবস লিমিটেডের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ৭২ লাখ ৮০ হাজার টাকার চেক নিহত ১৩টি পরিবারের স্বজনদের কাছে বিতরণ করা হয়। গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর ও মাল্টি ফ্যাবস লিমিটেড কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মহিউদ্দিন ফারুকী নিহতের প্রতিটি পরিবারের স্বজনদের হাতে ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা করে চেক তুলে দেন।

এসময় নিহত প্রতিটি পরিবারকে কারখানার পক্ষ থেকে ৪ লাখ টাকা এবং ডেনমার্কের বায়ার রেক্স হোম (আইডি'র) পক্ষ থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। এ ছাড়া রফতানি বিল হতে কর্তনকৃত অর্থ যা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা হয়, সেই তহবিল থেকেও প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আরও ৩ লাখ করে টাকা দেয়া হবে।

কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মহিউদ্দিন ফারুকী জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী শ্রম আদালতে নিহত প্রতিজনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ আরও ১ লাখ টাকা করে জমা দেয়া হয়েছে। আহত শ্রমিকরা সম্পূর্ণ কর্মক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তাদের চিকিৎসার ব্যয়ভার কোম্পানি বহন করার পাশাপাশি তাদের প্রতিমাসের বেতন-ভাতাদি প্রদান অব্যাহত রাখা হবে। এর আগে নিহতদের মরদেহ বহনের জন্য প্রতিজনের পরিবারকে কারখানার পক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরো ২০ হাজার করে টাকা দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে এ দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের প্রতিটি পরিবার মোট ৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা করে পাবেন।

নিহত শ্রমিকদের লাশ দাফন বাবদ প্রদানকৃত অর্থ		
প্রদানকারী	**পরিমাণ**	**প্রাপক সংখ্যা**
কারখানা কর্তৃপক্ষ	৫০,০০০/-	১৩ জন
জেলা প্রশাসন	২০,০০০/-	১৩ জন
মোট	**৭০,০০০/-**	**১৩ জন**

প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণ			
প্রদানকারী	**পরিমাণ**	**প্রাপক সংখ্যা**	**মোট**
কারখানা কর্তৃপক্ষ	৪ লাখ	১৩ জন	৫২,০০,০০০/-
রেক্স হোম (আইডি)	১ লাখ ৬০ হাজার	১৩ জন	২০,৮০,০০০/-
শ্রম আদালতে জমা	১ লাখ	১৩ জন	১৩,০০,০০০/-
মোট	**৬ লাখ ৬০ হাজার**	**১৩ জন**	**৮৫,৮০,০০০/-**
ভবিষ্যৎ প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ	**পরিমাণ**	**প্রাপক সংখ্যা**	**মোট**
শ্রমিক কল্যাণ তহবিল	৩ লাখ	১৩ জন	৩৯,০০,০০০/-
মোট	**৯ লাখ ৬০ হাজার**	**১৩ জন**	**১,২৪,৮০,০০০/-**

মাল্টিফ্যাবস লিমিটেডঃ

প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন ফারুকী। ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারী তারিখে মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি গাজীপুর জেলার কাশীমপুরের নয়াপাড়া এলাকায় এর একমাত্র কারখানা পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক অফিস বারিধারা ডিওএইচএস থেকে পরিচালত হয়। এটি সম্পূর্ণ রপ্তানি নির্ভর নীট তৈরি পোশাক কারখানা। প্রতিষ্ঠানটির আইএসও এবং ওইকো-টেক্স সনদ রয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে জাতীয় রপ্তানী ট্রফি অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানটি বিজেএমইএ এবং বিকেএমইএ এর সদস্য। ২০০৪ সালের ১১ জুলাই প্রতিষ্ঠানটি বিকেএমইএ এর সদস্যপদ পায়। বিজেএমইএ সদস্য নম্বর ১

৮৪৩ এবং বিকেএমইএ সদস্য নম্বর ৭৬৩। ২০১৪ সালের ১৩ এপ্রিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এই গার্মেন্টস্‌টি পরিদর্শন করে। ২০১৫ সালের আইটিসি 'র একটি ট্রেনিং এর তথ্য মতে কারখানাটিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৪৫০০। যার মধ্যে ২০২৫ জন নারী শ্রমিক এবং ২৪৭৫ জন পুরুষ শ্রমিক।